শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

সেলিনা হোসেন

জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের মানুষের কাছে শহীদ-জননী হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন । তাঁর বড় ছেলে রুমী শহীদ মুক্তিযোদ্ধা । মায়ের অনুমতি নিয়েই ছেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিল এবং তিনি নিজে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সহযোগী । সহযোগিতা দিয়েছিলেন ঢাকা শহরের গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ।

জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । বাবার নাম সৈয়দ আব্দুল আলী । মা সৈয়দা হামিদা আলী । বাবার চাকুরি সুত্রে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তৎকালীন বৃহত্তর রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমায় । তিনি লালমনিরহাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন । ১৯৪৪ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে আই, এ, ১৯৪৭ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে বি.এ এবং ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড ডিগ্রী লাভ করেন । ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পড়তে যান । ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে এম. এ. পাশ করেন ।

তিনি তাঁর কর্মজীবনের সুচনা করেন ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গালর্স স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে । পরে সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন । এরপর ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন ।

১৯৪৮ সালের ৯ আগস্ট তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শরিফুল আলম ইমাম । মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে রূমী ধরা পড়লে তারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রূমীর মৃত্যুর পরে শরীফ ইমাম স্বাধীনতার দু'দিন আগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ।

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার আলবদররা প্রথমে গা-ঢাকা দিয়েছিল, পরে প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করে । এদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি' ঘটিত হয় । এর পাশাপাশি গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল বাস্তবায়ন কমিটি' । এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রমিক, কৃষক এবং সাংস্কৃতিক জোটসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ, ১৪টি ছাত্র সংগঠন এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ ৭০টি সংগঠন । জাহানারা ইমাম ছিলেন এই সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ।

এই কমিটি ঘাতক দালাল গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণ আদালত গঠন করে । ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ এই গণ আদালতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠিত হয় । হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে

সম্পন্ন হয় বিচার কাজ । সেদিন গণ আদালতে ১২ জন বিচারকের প্রধান ছিলেন জাহানারা ইমাম । তিনি গোলাম আযমের দশটি অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে রায় দেন ।

এর ফলে তৎকালীন সরকার তাঁকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে । রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অজামিনযোগ্য মামলা দায়ের করা হয় । কিন্তু তিনি হাইকোর্টে জামিন লাভ করেন । তাঁর আপসহীন, অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁকে কোন কিছুতেই ভীত করে তুলতে পারেনি । তিনি গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেন । সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন । দেশজুড়ে গণসমাবেশ গণস্বাক্ষর, মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসুচিতে নেতৃত্ব দিয়ে গণ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রজায় রাখেন । এসব করতে গিয়ে রাজপথে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হন । এই আন্দোলন এত ব্যাপক গণসমর্থন পেয়েছিল যে দেশে-বিদেশে ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটির শাখা গঠিত হয়েছিল । ক্যান্সার আক্রান্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি এইসব কর্মকান্ড পরিচালনা করেছিলেন । আন্দোলনের শেষের দিকে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন ।

জাহানারা ইমামের আর একটি বড় পরিচয় তিনি একজন সাহিত্যিক । ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর সাহিত্য চর্চার শুরু হয় । তিনি অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করে পাঠকসমাজে নন্দিত হন । তাঁর অবিস্মরণীয় বই মুক্তিযুদ্ধের পটভুমিতে লেখা ‘ একাত্তরের দিনগুলি’ । ডাইরী আকারে লেখা তাঁর এই গ্রন্থটি যুদ্ধকালীন সময়ের এক অসাধারণ দলিল । এ বই তাঁকে লেখক হিসেবে স্মরণীয় করে রাখবে ।

এ ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন । ‘ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস’ গ্রন্থটি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার চিত্র । তিনি সর্বমোট ১৯টি বই রচনা করেন । ১৯৯০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারসহ আরও বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন । সু-সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন ।

জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়টের সাইনাই হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন । তবে তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকায় ।

Courtesy : Ranu Ferdous
www.adhunika.org